গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
আইটি সেল
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

যু্ব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এবং ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ রফিকুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার
সভার তারিখ	১৬/০৮/২০২১ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ টা
স্থান	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ/ভার্চুয়াল Zoom প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘‘ক’’ দ্রষ্টব্য।

সভাপতি ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom App-এর মাধ্যমে) সংযুক্ত ও সভাকক্ষে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ এ অন্তর্ভুক্ত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর কার্যক্রম সর্ম্পকে ধারণা প্রদান এবং কর্মপরিকল্পনার ১.৪ অনুযায়ী ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ পর্যালোচনা, সেবার বর্তমান অবস্থা ও সহজিকরণ/ডিজিটাইজ/উদ্ভাবনের ফলে কি কি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আলোচনার নিমিত্ত আজকের এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতির অনুমতিক্রমে ইনোভেশন টিমের সদস্য-সচিব সভার কার্যপত্রের বিষয়সমূহ একে একে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন এবং কার্যপত্রের বিষয় অনুযায়ী সভাপতি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই অর্থ বছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এটি প্রথম সভা। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২১-২২ অনুযায়ী সকল কাজ কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে না পারলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে না। অনেক সময় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলেও কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে না পারার কারণে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যায় না। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ১৩ টি কর্মসম্পাদন সূচকের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রমাণক হিসেবে সূচক অনুযায়ী সরকারি আদেশ, সভার নোটিশ, সভার কার্যবিবরণী, স্ক্রিনশটসহ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, উপস্থিতিপত্র ও স্থিরচিত্র দাখিল করতে হবে। তিনি আরোও উল্লেখ করেন যে, কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের সময়কাল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকেই নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে; আমাদের শুধু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।

২। নতুন উদ্ভাবনী ধারণা সম্পর্কে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বিগত সময়ে উদ্ভাবনী ধারণা আহবান করা হলেও নতুন কোনো উদ্ভাবনী ধারণা পাওয়া যায়নি। সে লক্ষ্যে বিগত বছরে উদ্ভাবনী ধারণা প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মন্ত্রণালয়ে সেবা সহজিকরণসহ নতুন উদ্ভাবনী ধারণা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থবছরের শুরুতেই সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট উদ্ভাবনী ধারণা প্রদানের পত্র দেওয়া হয়েছে। এরপর সভাপতি ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সূচক (১.১.১ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন; ১.২.১ সেবা সহজিকরণ; ১.৩.১ সেবা ডিজিটাইজেশন; ১.৪.১ ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা; ১,৫.১ ই-নথির ব্যবহার: ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তি; ১.৬.১ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ ও কর্মশালা আয়োজন; ২.১.১ তথ্য বাতায়নের সকল সেবা বক্স হালনাগাদকরণ; ২.১.২ বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশ; ২.২.১ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন; ২.২.৩ কর্মপরিকল্পনার বাস্তাবায়ন অগ্রগতি

পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজন; ২.২.৪ কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ; ২.২.৫ দেশ/বিদেশে বাস্তবায়িত নূন্যতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শন) ও মাঠ পর্যায়ে অনুসরণীয় ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। এরপর সভায় অংশগ্রহণকারী দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন অফিসার ও সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ একে একে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত মতামত দেন।

৩। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সেবা ((i) অনলাইনে যুব সংগঠনের অনুদান প্রদান, (ii) অনলাইন সভাকক্ষ ব্যবস্থাপনা, (iii) ক্রীড়াসেবী অনলাইন অনুদান, (iv) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ অগ্রীম উত্তোলন ও (v) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর) পর্যালোচানার লক্ষ্যে সেবা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হয়। যুব কল্যাণ তহবিল অনুদান অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে চালু করা হয়। এরপূর্বে আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া সনাতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হত, যা পরবর্তিতে সহজিকরণ করে অনলাইনে রূপান্তর করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় অনলাইন আবেদন কার্যক্রম ইতো:মধ্যে ০৩ বছর সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় অনুদান প্রাপ্ত জে. আফরোজ যুব ও নারী উন্নয়ন কেন্দ্র, বাসাবো, ঢাকা-এর সভানেত্রী জনাব জান্নাতুল আফরোজ সুমি বলেন যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যেমে খুব সহজে যুব সংগঠনের অনুদান প্রদান আবেদন দাখিল করা যায়। ফলে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে খুব সহজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে পারেন। তিনি বলেন এর ফলে তার সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। তিনি মনে করেন এই প্রক্রিয়ার পাশাপাশি (ক) **অনুদানের অর্থ চেকের মাধ্যমে প্রদানের পরিবর্তে যদি ইএফটি (EFT) এর মাধ্যমে প্রদান করা** হয় তাহলে অনুদান প্রদানের প্রক্রিয়াটি নিরাপদ ও সহজতর হতো। এছাড়া এই সেবার মাধ্যমে অনুদান গ্রহণকারী রিয়্যাল ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশন, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা এর সভাপতি জনাব মো: সাইফুর রহমান (খোকন) বলেন যে, প্রথমবার এই অনুদানে পাওয়া অর্থের চেকটি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তিনিও ইএফটি (EFT) এর মাধ্যমে অনুদান প্রদানের জন্য একমত পোষণ করেন। তিনি আরো বলেন যে, (খ) **গ্রাম/গঞ্জে অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিদ্যুৎ চলে যায়, যার ফলে পুরো আবেদনটি পুনরায় করতে হয়, তাই আবেদন প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণের সুবিধা থাকলে আবেদনকারীর জন্য সুবিধা হবে।**

৪। অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদানের জন্য আবেদন গ্রহণ ও অনুদান প্রদান ইত:পূর্বে মন্ত্রণালয় হতে দেওয়া হতো। যা পরবর্তিতে নতুন ধারণা যুক্ত ও সহজিকরণ করে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। এই সেবার মাধ্যমে অনুদান প্রাপ্ত সাবেক ফুটবলার জনাব মো: লুৎফর রহমান নয়ন, জাতীয় পর্যায়ের প্রমিলা কাবাডি খেলোয়ার জনাব শিলা আক্তার, জিমন্যাস্টিক-শারীরিক কলা-কৌশল প্রদর্শনকারী জনাব কে. এম.বরকত উল্লাহ-সহ সকলে এই প্রক্রিয়ার অনুদান প্রাপ্তির সুফল বর্ণনা করেন। তারা উল্লেখ করেন যে, ইন্টারনেট সংযোগ ও সার্ভার জটিলতা না থাকলে খুব সহজেই এই প্রক্রিয়ায় আবেদন করা যায়। মন্ত্রণালয়ের অনলাইন সভাকক্ষ ব্যবস্থাপনা নামে একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সহজেই সভাকক্ষ সময় অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের আইটি সেলের সহাকরী প্রোগ্রামার জনাব এ.এফ.এম. আতাউল কিবরিয়া উল্লেখ করেন যে. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এর মান উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে; যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের একটি কম্পিউটারে হোস্ট করা রয়েছে। এ সফটওয়ারটি বাস্তবায়নের ফলে ঝামেলাহীনভাবে সভাকক্ষের বরাদ্দ ও সভা পরিচালনা সহজতর হবে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর সংশ্লিষ্ট সহজিকৃত সেবাটি সম্পর্কে প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মো: মামুনুর রশিদ ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব কামরুন নাহার বলেন যে, সহজিকরণের ফলে অতি দ্রুত সময়ে তাদের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ অগ্রীম উত্তোলন সেবা প্রসঙ্গে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার ও সহকারী সচিব (সমন্বয়-১ ও আইন) জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ অগ্রীম উত্তোলনের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় দ্রুত অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে নিজেদের উপকৃত হওয়ার কথা তুলে ধরেন। সহকারী সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ উল্লেখ করেন যে, পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি ভবিষ্যৎ তহবিল থেকে অর্থ উত্তোলনের আবেদন

করেছিলেন, যা তিনি দুই কর্মদিবসের ভিতরেই পেয়েছেন, এতে তার পরিবারের একটি জরুরী দরকারী কাজে সহায়তা হয়েছে। তিনি মন্ত্রণালয়ের আরোও কিছু সেবা সহজিকরণের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

৫। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার ও দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসার এর নেতৃত্বে একটি ইনোভেশন টিম রয়েছে। তিনি বলেন মন্ত্রণালয়সমূহ সরাসরি নাগরিক সেবা প্রদান না করলেও দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে এর যথেষ্ট ব্যপকতা রয়েছে। তিনি দপ্তর/সংস্থাসমূহকে বেশি সংখ্যক নাগরিক সেবা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি দপ্তর/সংস্থাসমূহকে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ অনুযায়ী সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য বলেন। তিনি যুব সংগঠনের অনুদানের অর্থ চেকের পরিবর্তে ইএফটি (EFT) এর মাধ্যমে প্রদানের বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অর্জিত ছুটির আবেদন সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ই-নথির মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য বলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পর্যায়ক্রমে মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহে উদ্ভাবনী ধারনা সংযোজন, সহজিকরণ ও ডিজিটাইজেশন করা হবে।

৬। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক)	প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থাকে ' ই-গভর্ণেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ ' অনুযায়ী সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
(খ)	ইএফটি (EFT) এর মাধ্যমে যুব সংগঠন গুলোকে অনুদানের অর্থ প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হবে।
(গ)	অনলাইনে আবেদনের সময় আংশিক বা অসম্পূর্ণ আবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হবে।
(ঘ)	অনলাইনে সভাকক্ষ বরাদ্দের অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যারের জন্য নতুন একটি সার্ভার স্থাপন করতে হবে।
(ঙ)	প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থাকে একটি করে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন, সেবা সহজিকরণ ও সেবা ডিজিটাইজেশন এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৭। সভায় অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কার্যক্রম শেষ করেন।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৬.০৫.০০১.২১.২৬৭

তারিখ: ৩ ভাদ্র ১৪২৮
১৮ আগস্ট ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২) মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩) মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।
৫) সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

৬) সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৭) পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, ঢাকা।

৮) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৯) উপসচিব, ক্রীড়া অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১০) উপসচিব (যুব), যুব অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১২) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আইটি সেল, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৩) সিনিয়র সহকারী সচিব , প্রশাসন-১ শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৪) প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, আইটি সেল, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৫) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অমলেন্দু বিশ্বাস
প্রোগ্রামার